বিজ্ঞাপন।

কএক মাস অতীত হইল আমার পরমাত্মীয় কতিপয় মহোদয় কথাপ্রসঙ্গে উপস্থিত করিলেন, দেশীয় বিদ্যামন্দিরে যেমন গদ্য গ্রন্থের সুচারুরূপ আলোচনা হইতেছে, পদ্য গ্রন্থেরও সেই রূপ আলোচনা হইলে ভাল হয়। এবং তৎপরে আমাকে কহিলেন তুমি এক খানি নীতিগর্ভ পদ্যগ্রন্থ রচনা কর। যদিচ আমি কবিত্ব-শক্তিবিহীন, তথাপি তাঁহাদের যত্নে উৎসাহিত ও বাসনাপরবশ হইয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি রচনা করিলাম। আদ্যোপান্ত দেখিয়া বোধ হইল কোন কবিত্বশক্তিসম্পন্ন মহাশয়ের নেত্রগোচর না করাইয়া মুদ্রাযন্ত্রে সমর্পণ করা বিধেয় নহে। অনন্তর কলিকাতা নরম্যাল স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়কে দেখিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে উক্ত মহাশয় পুস্তকের সমুদয় অংশ দেখিতে ও আবশ্যক মত মনোযোগ করিতে অবসর পান নাই।

চিড়িয়াখানা বর্ণনটির কিছুই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অন্যান্য অংশ যে পরিমাণে অবলোকন করিয়াছেন, বোধ করি, তাহা না হইলে কোন প্রকারে মুদ্রাঙ্কণে সাহস করিতে পারিলাম না।

এই গ্রন্থ খানি বিদ্যার্থিবর্গের ব্যবহারযোগ্য হইবে কি না ও কি রূপ লিখিত হইল, আমি তাহার কিছুই বলিতে পারি না। ফলতঃ যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও পাঠকগণের পাঠযোগ্য হয়, সমুদায় শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

আমি এই গ্রন্থ রচনা করিবার পূর্ব্বে গদ্যে বা পদ্যে কোন পুস্তক রচনা করি নাই; অতএব প্রার্থনা, গুণগ্রাহক মহাশয়েরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক নূতন লেখক বোধে দোষ গ্রহণ না করিয়া সংশোধন পক্ষে কৃপা বিতরণ করেন। পরিশেষে কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক স্বীকার করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত যদুনাথ তর্করত্ন মহাশয় আমার এই গ্রন্থ রচনার পক্ষে অনেক আনুকূল্য করিয়াছেন।

কৃষ্ণনগর আদর্শ বিদ্যালয়।
১৩ই ভাদ্র, সংবৎ ১৯১৭।

শ্রীঅম্বিকাচরণ শর্ম্মা।

মনোহর বিবরণ।

গণেশ বন্দনা।

প্রণমি হে লম্বোদর তুমি প্রভু বিঘ্নহর
দয়া কর অধীনের প্রতি।
তোমা বিনা গতি নাই পুরাণে শুনিতে পাই
তুমি সিদ্ধিদাতা গণপতি॥
যদি কেহ একভাবে তোমারে অন্তরে ভাবে
দূরে যায় তাহার আপদ।
ঘটে যদি ঘোর দায় ও নামে নিস্তার পায়
তব নাম সম্পদের পদ॥
কত তব গুণ কব, সর্ব্ব অগ্রে পূজা তব
করে সবে এ তিন ভুবনে।
না পূজিয়া ও চরণ অন্যে পূজে যেই জন
তাহারে বিমুখ দেবগণে॥
কিবা খর্ব্ব স্থূলকায় সিন্দুর বরণ তায়
গজেন্দ্র বদন নিরুপম॥

৮

লোলুপ মধুপদলে ভ্রমিতেছে গুঞ্জস্বরে
মদগন্ধে হয়ে অন্ধসম ॥
এক মনে এক ধ্যানে সে বসে তোমার ধ্যানে
যে জন তোমার গুণ গায়।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় সতত সন্তোষে রয়
সিদ্ধি তার কথায় কথায় ॥
এই বাক্য দৃঢ় জ্ঞানে মন দিনু তব ধ্যানে
মানে মানে বাঁচাইও মান।
নিরন্তর বিঘ্ন হর বিঘ্নকরে দূর কর
এই ভিক্ষা দেহ মোরে দান।
বলে সবে দয়াময় হও প্রভু দয়াময়
দীন হীনে নিদয় হইও না।
পূরাইও মনস্কাম কামদ তোমার নাম
কৃপণতা করোনা করোনা।
রচিতে হয়েছে মন মনোহর বিবরণ
নামে ক্ষুদ্র পুঁথি একখানি।
দৃষ্টি রেখ দয়াময় যেন অম সিদ্ধ হয়
বন্দি তব চরণ দুখানি ॥

নগর বর্ণনা।

শুন সবে সাবধানে আছে পুরী কোন স্থানে
নাম তার সাগরকুমারী।
সেই নগরীর শোভা ত্রিভুবনমনোলোভা
অনায়াসে বর্ণিতে না পারি॥
নদীসম গড়খানা স্থানে স্থানে কত থানা
প্রাসাদ শোভিত আশে পাশে।
আপন কান্তির বলে সদা পুরী কুতূহলে
অলকায় যেন উপহাসে॥
সদা সকলের ঘরে মণি মুক্তা আলো করে
রজনীতে হয় দিবা জ্ঞান।
পেয়ে সে মণির ছবি শোভে যেন নব রবি
শ্বেতবর্ণ শিলাময় স্থান॥
মণি জ্বলে ঝকমক্ হীরা করে তক্তক্
ধক্ধক্ জ্বলে মুক্তাবলী।
তাহাতে মানবগণ সুখভোগে অনুক্ষণ
রহিয়াছে হয়ে কুতূহলী॥
প্রাসাদের চারি পাশে মনোহর নিজভাসে
সুশোভিত যত উপবন।

কি কব মাধুরী তার   না দেখি তুলনা আর
উপহাসে নন্দন কানন ॥
শোভে নানা তরুগণ   শোভে লতা অগণন
অনন্ত ফলফুল ভরে ;
কুসুমের সুষমায়   মুনিমন ভুলে যায়
ফলে পথিকের ক্ষুধা হরে ॥
সেঁউতী মালতী জাতি   জবা শোভে নানা জাতি
অশোক কিংশুক শেফালিকা ।
কৃষ্ণকেলী কুন্দ চাঁপা   সন্ধ্যামণি ভূমিচাঁপা
কর্ণিকার কাঞ্চন মল্লিকা ॥
বান্ধুলী পিউলী জুতি   রঙ্গণ অনলদ্যুতি
বকুল গুলাঞ্চ কুরুবক ।
সূর্য্যমণি সূর্য্যমুখী   চন্দ্রমণি চন্দ্রমুখী
করবীর কনকচম্পক ॥
টগর অপরাজিতা   হইয়াছে সুশোভিতা
শিরীষ অতশী আমলকী ।
গোলাপ রজনীগন্ধ   অলিকুলে করে অন্ধ
গন্ধরাজ কদম্ব কেতকী ॥
ভ্রমর ভ্রমরীগণে   সদা সেই উপবনে
মনসুখে করে মধুপান ।

কোকিল কোকিলা সঙ্গে মত্ত হয়ে রসরঙ্গে
কুহুকুহু স্বরে করে গান ॥
মলয়ের গন্ধবহ গন্ধ বহে অহরহ
পুলকিত পরশে পরাণ।
গ্রীষ্ম আদি ঋতুগণে, সদা সেই উপবনে
হয়ে আছে বসন্ত সমান ॥
উপবন সরোবরে মনোহর শোভা ধরে
বিকশিত অমল কমল।
ভ্রমে অলি কত শত মধুপানে হয়ে রত
বসে আছে হইয়ে বিকল ॥
জলে পাখিগণ মেলি করিতেছে জলকেলি
কলরবে করে কোলাহল।
ঝাঁকে ঝাঁকে মীনগণ ভাসিতেছে অনুক্ষণ
কুতুহলী মণ্ডুক সকল ॥
দেখিতে পুরীর পথ বাড়ে মনে মনোরথ
চোখ বুজে চলে যাওয়া যায়।
নিজ নিজ অধিকারে চৌকী দেয় চৌকীদারে
চুরি ছিল কেবল কথায় ॥
রজনীতে সারি সারি পথিকের হিতকারী
আলো জ্বলে রাজপথময়।

কাদা কুটা কিছু নাই ধূলাশূন্য সব ঠাঁই
দুই পাশে শোভে তরুচয় ॥
কি কব পুরীর ছটা নানাস্থানে নানাঘটা
ভুঞ্জে সবে সদা সুখসার।
প্রধান পথের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় আছে
কি কহিব তাহার বাহার ॥
লোহার সরল শীকে ঘেরা আছে চারি দিকে
তাহে শোভা করিছে তোরণ।
ভূমি তার চারি পাশে শোভিত শ্যামল ঘাসে
মধ্যে মধ্যে কুসুম কানন ॥
তাহে অতিমনোহর আছে কত শত ঘর
কাষ্ঠের আসন কত তায়।
আছে পুথি অগণন টানা পাখা সুশোভন
ঘড়ীয়াল ঘড়ীটি বাজায় ॥
সুধীর সুকবিবর শিখাইছে নিরন্তর
ছাত্র তাহে হাজার হাজার।
কোন ঘরে সাধুভাবে পড়িতেছে ইতিহাসে
কোথাও সাহিত্য অলঙ্কার ॥
অভিধান ব্যাকরণ শ্রুতি স্মৃতি রামায়ণ
কোথাও তর্কের আলোচনা।

নিদানাদি আয়ুর্ব্বেদ পাঠ করে অবিচ্ছেদ
শিখিতেছে পূরিয়ে কামনা ॥
ইংরেজী লাটিন্ গ্রীক্ আরবীক্ পারসীক্
হিন্দীভাষা উক্রুত্ উৎকল।
ফ্রেঞ্চ ইটালিক আর বাসনা যাহাতে যার
অনায়াসে হতেছে সফল ॥
নাটক নাটিকা যত নীতিশাস্ত্র কত মত
গণিতাঙ্ক অগণিত তায়।
এই রূপ বিদ্যা সবে পড়ে বিনা কলরবে
চিত্র কর্ম্ম শিখিছে হেলায় ॥
বিদ্যা মন্দিরের কাছে চিকিৎসা আলয় আছে
অনাথের চিকিৎসাকারণ।
অসাধ্য হইলে পীড়া তথায় না পায় পীড়া
অনায়াসে হয় নিবারণ ॥
আহা মরি কি বাহার এমন না দেখি আর
নগরীর শোভা মনোহর।
কেন মনে সাধ করি সেখানে বসতি করি
চিরদিন সুখী যাহে নর ॥

সেই নগরীর পতি গুণের আগার।
গোলোকবিহারী নাম আছিল তাঁহার॥
গোলোকের পাঠে বড় অনুরাগে ছিল।
পিতা তাঁর সযতনে পড়াতে লাগিল॥
দিন দিন বাড়িতে লাগিল বিদ্যা যত।
গোলোক লোকের প্রিয় হইলেন তত॥
বিদ্যা শিখি হইলেন গোলোক বিদ্বান।
অজ্ঞান তিমির নাশে রবি সম জ্ঞান॥
কিছু দিন পরে তাঁর হইল তনয়।
কি কব উৎসব কথা মহানন্দময়॥
ঢাক্ ঢোল কাড়া নাগ্‌রা জগঝম্প বাজে।
সেতার মন্দিরা লয়ে গায়কেরা সাজে॥
তালে তালে চারি দিকে বাজনা বাজিছে।
ভাবিয়া মেঘের ধ্বনি ময়ূর নাচিছে॥
রায়বাঁশ লয়ে মাল হুঙ্কার ছাড়িয়া।
মাটী কাঁপাইয়া চলে ছাতী ফুলাইয়া॥
যার যত কেরামত দেখায় গোলোকে।
অবাক্ হইয়া তাহা দেখে সব লোকে॥

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আসিল তখনি।
তুলে হাত কুমারের করে জয়ধ্বনি ॥
রঙ্গ দেখিবারে যত বুড়া বুড়ী ধায়।
তাড়াতাড়ী যেতে পথে পড়ে পড়ে যায়
ত্বরায় উঠিতে চায় পুন যায় পড়ে।
পড়ে পড়ে বুড়াদের দন্ত গেল পড়ে ॥
দূরে গেল সবাকার উৎসব দর্শন।
বুড়াদের রঙ্গে হলো কুতুহলী মন ॥
বহু কষ্টে বুড়াগুলি যদিও আসিল।
দন্তের জ্বালায় রঙ্গ দেখিতে নারিল ॥
নানা অলঙ্কার ধরি নিজ নিজ গায়।
নানারঙ্গে নটী সব নাচে আর গায় ॥
মোচঙ্গ বাজায় কেহ বাজায় মৃদঙ্গ।
পুলকিত অঙ্গে লোক দেখে এই রঙ্গ ॥
নানাদিকে নানারূপে নহবত বাজে।
ভাঁড়ামি করিতে যত ভাঁড়লোক সাজে ॥
সেজে এসে বাজীকর দেখাইল বাজী।
গণক আসিয়া পরে খুলে বসে পাঁজি ॥
ভূমিতে পাতিয়ে খড়ী জন্মলগ্ন গণে।
শুভলগ্ন শুনে তুষ্ট হলো সর্ব্বজনে ॥

লাভ আশে নৃপবাসে এল যত লোক।
আশার অধিক দানে ভুষিল গোলোক॥
দানে তুষ্ট হয়ে সবে নিজালয়ে যায়।
তুলে দুই হাত মুখে আশীর্ব্বাদ গায়॥
এইরূপে মহানন্দে কিছু দিন গত।
কি কব তাহার কথা নাহি জানি তত॥

রাজপুত্রের বিদ্যারম্ভ।

ক্রমে যত দিন গত শিশু অঙ্গ বাড়ে তত
প্রতিপদ শশীর সমান।
দেখিয়ে পুত্রের মুখ দূরে গেল সব দুখ
অসুখের হলো অবসান॥
সুত অঙ্গ মনোহর দেখে অতি মনোহর
মনোহর নাম রাখে তার।
শুনি নাম মনোহর কহে সবে মনোহর
মনোহর যথার্থ রাজার॥
দিন যত গত হয় আধ আধ কথা কয়
অমৃত সমান মনোহর।
সে মুখে শুনিলে কথা ঘুচে অন্তরের ব্যথা
ইচ্ছা হয় শুনি নিরন্তর॥

হাত দিয়া ভূমিতলে   হামাগুড়ি দিয়া চলে
যায় যায় পাছুপানে চায়।
কভু উঠে ভিত্তি ধরে   কখন গমন করে
যেতে যেতে কভু পড়ে যায়॥
পাঁচ বর্ষ হলো গত   মনোহরে মনোমত
শিখাইতে করে অভিলাষ।
শুভ দিন করিবারে   গণকেরে ডাকিবারে
ভূপতি পাঠায়ে দিলা দাস॥
সত্বর সে ভৃত্য গিয়া   রাজার সন্দেশ দিয়া
বলে চল গণক বাবাজী।
আজি তব শুভ দিন   করিতে হইবে দিন
ত্বরা করে লহ পুথিপাঁজি॥
নৃপের নিদেশ পেয়ে   গণক চলিল ধেয়ে
উত্তরিল রাজার সভায়।
বাঁচাইতে নিজ মান   হয়ে অতি সাবধান
শুভ দিন করিয়া শুনায়॥
সেই দিন মনোহর   ধরি বেশ মনোহর
আরম্ভিল বর্ণপরিচয়।
যে কথাটি একবার   শুনে সেটি আর তার
স্মৃতিপথ ছাড়া নাহি হয়॥

পাছে বৃথা যায় কাল এই ভেবে মহীপাল,
শিক্ষক রাখিল এক জন।
হরিপদ তাঁর নাম সুশীল সুগুণধাম
বিদ্যায় সে বিখ্যাত ভুবন॥
যথা আগে যত্ন করে হরিপদ মনোহরে
প্রাণপণে শিখাতে লাগিল।
এক মনে মনোহর শিখি বিদ্যা বহুতর
শ্রম তার সফল করিল॥
নীতি শিক্ষা দিতে হলে গুরু নানা গল্প বলে
কুতূহলে শুনে মনোহর।
সযতনে প্রাণপণে কথাগুলি রাখে মনে
জিজ্ঞাসিলে কহে পূর্ব্বাপর॥
এক দিন দিনশেষে বসিয়ে বিজন দেশে
গুরু কহে শুন মনোহর।
এক মনে পূর্ব্বাপর শুন কথা মনোহর
উপদেশ পাইবে বিস্তর॥
তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে যার বল না থাকিলে তার
বহু কার্য্য করে বুদ্ধিবলে।
কেবল যাহার বল আছে নাই বুদ্ধি বল
কিবা ফল তাহার সে বলে॥

শুনি মনোহর কয় কি বলেন মহাশয়
বুদ্ধিতে কি বলকার্য্য হয়।
বধিতে বলীর প্রাণ বিনাবলে বুদ্ধিমান
পারে ইথে না হয় প্রত্যয় ॥
শুনি হরিপদ কয়, যাহাতে প্রত্যয় হয়
শুন সেই কথা একমনে।
অনুপম বলধরি দেখ হত হলো হরি
বলহীন শশক বচনে ॥
এই রূপ মনোহরে বুঝাইয়ে গুরু পরে
উপাখ্যান আরম্ভ করিল।
একমনে মনোহর প্রীত হয়ে পূর্ব্বাপর
সেই গল্প শুনিতে লাগিল ॥

সিংহ ও শশকের উপাখ্যান।

ভাস্বরক নামে সিংহ ছিল কোন বনে।
আকার দেখিলে তার ভয় হয় মনে ॥
বলে বনপশুগণে বধে নিরন্তর।
না ভাবে পরের দুখ এমনি পামর ॥
এক দিনে অনেকের বিনাশে জীবন।
খাইতে না পারে সব যায় অকারণ ॥

দেখিয়া শুনিয়া সবে হইল কাতর।
ব্যাঘ্র আদি বনজন্তু ভাবিয়া কাঁপয়॥
কেহ বলে কোথা যাই বাঁচিবা কেমনে।
না হয় পলায়ে যাই অপর কাননে॥
অন্যে বলে জন্মভূমি কি জন্যে ত্যজিবে।
কোথা গেলে বল দেখি এ দুঃখ ঘুচিবে॥
এ বনে রাজত্ব করে রাজা ভাস্বরক।
যে বনে যাইবে সেকি আছে অরাজক॥
বরঞ্চ কিঞ্চিৎ সুখ দেখি এই বনে।
সে কাননে কর রাজা জানিবে কেমনে॥
একের ভয়েতে ভাই ত্যজিবে কানন।
দশের দশনে কেন হারাবে জীবন॥
শুন এই যুক্তি যদি যুক্তিসিদ্ধ হয়।
আমার কথায় তবে করহ নিশ্চয়॥
রাজার পরম ধর্ম্ম প্রজার পালন।
কোন্ রাজা সেই ধর্ম্ম ত্যজে অকারণ॥
আহার না পায় যদি মনের মতন।
পেটের জ্বালায় করে পাপ আচরণ॥
যদি পারি পুরাইতে জোড়া পেট তার।
অনুমানি হতে পারে এ দুখে নিস্তার॥

বাঁচিব না কেহ বটে নিশ্চয় মরিব।
তাহে বন্ধু কোন জনে বাঁচাতে নারিব ॥
কিন্তু যদি পালা করে আহার যোগাই।
অনেক বাঁচিতে পারে মনে হয় ভাই ॥
একের ভোজনে যদি তৃপ্তি হয় তার।
শত জনে কি কারণে বিনাশিবে আর ॥
অতএব রাজার নিকটে সবে চল।
সকল মনের কথা খুলে খুলে বল ॥
অবশ্য হইবে তার দয়ার উদয়।
কেবা কোথা পদানতে অকরুণ হয় ॥
পুষ্পিত শাখায় শাখী শোভিত যেমন।
অলিমালা যোগে যথা কুসুম কানন ॥
যেমন সরস ভূমি শস্যে শোভা পায়।
যথা শোভে সরোবর সরোজমালায় ॥
নক্ষত্রে যেমন নভ নয়নরঞ্জন।
বিভূষণে বিভূষিতা বালিকা যেমন ॥
অনুমানি সেই মত দয়ালু সুজন।
গুণসার দয়াগুণে সুশোভিত হন ॥
বিশেষতঃ বিনা শ্রমে যদি খেতে পায়।
করিতে এমন দয়া কেবা নাহি চায় ॥

চরণে শরণ তাঁর যদি যাই নিতে ।
কদাচ না পারিবেন ঠেলে ফেলে দিতে ॥

সিংহের নিকট মৃগগণের নিবেদন ।

তাহার বচন করিয়া শ্রবণ
সবে দিল তার সায় ।
রাখিতে জীবন লইতে শরণ
স্বামীর সকাশে ধায় ॥
কিছু দূর গিয়া নিকটে দেখিয়া
ভয়ে ধীরে ধীরে যায় ।
প্রাণের নাশক সম ভাস্বরক
সমীপে দেখিতে পায় ॥
সজল নয়ন হয়ে মৃগগণ
প্রণতি করিয়া কয় ।
অশরণ গণ লইল শরণ
দয়া কর দয়াময় ॥
তুমি মহামতি তুমি পশুপতি
তুমি গতি সবাকার ।
না দেখি মহীতে যে পারে কহিতে
তব গুণ গুণাধার ॥

তুমি দয়াময় তুমি মহাশয়
তুমি জগতের সার।
ধরে ও চরণ যে লয় শরণ
বিপদ না রহে তার ॥
এই ভেবে মনে ধরিতে চরণে
এসেছি সকলে মিলে।
অভাজনগণ পাইবে জীবন
জীবন দক্ষিণা দিলে ॥
মনে আকিঞ্চন রাখিতে জীবন
কিছু নিবেদন করি।
পাছে সে বচনে দোষ ভাব মনে
এই ভয়ে পুন ডরি ॥
যদি ক্ষমা কর রাখ ক্ষমা কর
তবে অধীনেরা কয়।
নতুবা এমন আছে কোন জন
তোমার নিকটে রয় ॥
শুনিতে বিশেষ সিংহের নিদেশ
হইল শ্বাপদগণে।
সবে জোড়করে নিবেদন করে
এসেছে যা ভেবে মনে ॥

বসিয়া থাকিয়া একেরে পাইয়া
যদি ক্ষুধা দূর হয়।
তবে একবারে অনেক প্রজারে
কেন বধ মহাশয়॥
মনে বিচারিয়া সদয় হইয়া
যায় ভাল হয় কর।
নিত্য এক জন ভোজন কারণ
পাবে হবে ক্ষুধাহর॥
থাক এক দেশে পালাক্রমে এসে
উদর পুরাব তব।
করিয়া প্রত্যয় দেখ মহাশয়
কেন মিছা মিছা কব॥
জগতে যে জন বিতথ বচন
বলিয়া কাটায় কাল।
অধম সে জন অযশ ভাজন
দুখে রহে চিরকাল॥
সত্যপরায়ণ জনের জীবন
সার্থক সকলে কয়।
সে সত্য ত্যজিয়া বিতথ বলিয়া
বল কিবা ফল হয়॥

ঘটে ঘোর দায় যদি প্রাণ যায়
তবু সাধু সত্যে রয়।
সত্যেরে পালিতে গেল অটবীতে
ধর্ম্মপুত্র ধর্ম্মময় ॥
কহি সত্য কথা না হবে অন্যথা
নিয়ম করিব সবে।
পর্য্যায় করিয়া জনেক আসিয়া
নিত্য উপনীত হবে ॥
করিলে এমন পূর্ব্বের মতন
উদর পূরিবে তব।
পূর্ব্ব কষ্ট যাবে বোসে খেতে পাবে
আমরাও সুখে রব ॥
দীনে দয়া কোরে এই ধারা ধোরে
যদি চল মহাশয়।
তবে মৃগকুল না হবে নির্ম্মূল
অনুমান এই হয় ॥
এই রাজনীতি এই রাজনীতি
ধর প্রজাগণে পাল।
ইহাতে রাজার সকল প্রজার
অবশ্য হইবে ভাল ॥

মৃগগণের প্রতি সিংহের আদেশ।

শুনি তাদের বচন শুনি তাদের বচন।
কহিছে কেশরী হয়ে পুলকিত মন॥
ভাল বলিলে সকল ভাল বলিলে সকল।
সত্য যদি হয় তবে সবারি মঙ্গল॥
কথা টলিবে যে দিন কথা টলিবে যেদিন
সে দিন করিব বন বনপশু হীন॥
আমি করিনু প্রত্যয় আমি করিনু প্রত্যয়।
ঠিক থাকে কথা যেন অন্যথা না হয়॥
যবে হবে মোর কোপ যবে হবে মোর কোপ
সেই দিনে তোমাদের হবে বংশলোপ॥
শুনি সিংহের বচন শুনি সিংহের বচন।
প্রমোদ পয়োধি জলে ভাসে মৃগগণ॥
পরে প্রণাম করিয়া পরে প্রণাম করিয়া।
গমন করিল তারা যে আজ্ঞা বলিয়া॥
গেল সবাকার ভয় গেল সবাকার ভয়।
ভাবনা হইল দূর জমে বনময়॥
নিত্য আসে এক জন নিত্য আসে এক জন।
সুখেতে কেশরী করে উদর পূরণ॥

বুড়া হয়েছে যে জন বুড়া হয়েছে যে জন।
সেও এড়াইতে নারে সিংহের দশন॥
যার উদাসীন মন যার উদাসীন মন।
সেও এড়াইতে নারে সিংহের দশন॥
শোকে আকুল যে জন শোকে আকুল যে জন।
সেও এড়াইতে নারে সিংহের দশন॥
পালা যে দিন যাহার পালা যে দিন যাহার।
না এসে থাকিতে পারে হেন সাধ্য কার॥
তার আহার সময় তার আহার সময়।
যে কেহ অনেক আসি উপনীত হয়॥

শশকের প্রতি সিংহের তিরস্কার।

একদা আইল শশের পালা।
শশ ভাবে একি ঘটিল জ্বালা॥
কেমনে করিব জীবন দান।
না দিয়ে বা কিসে রাখিব প্রাণ॥
যদি নাহি যাই নিকটে তার।
বনে কি বনজ রাখিবে আর॥
পরের লাগিয়া আপনি যাব।
তাহে কিবা লাভ কি ফল পাব॥

বেঁচে রবে যারা সুখেতে রবে।
মরিয়া আমার কি সুখ হবে॥
সজ্জন সকল সুধীর নরে।
দিতে প্রাণধন নিষেধ করে॥
যদি বুধবাণী না মানি মনে।
প্রাণ সঁপি গিয়া নিদয় জনে॥
আত্মহত্যা পাপে পতিত হব।
যাব না ইহা বা কেমনে কব॥
এরূপে যাইতে নাহিক চায়।
জোরে পাঠাইল সকলে তায়॥
নাচারে পড়িয়া শশক যায়।
যেতে যেতে পিছে ফিরিয়া চায়॥
পশুরাজে বধ করিতে ছলে।
ভাবিতে ভাবিতে শশক চলে॥
মৃদুগতি ধরি দিবস শেষে॥
কেশরীর পিছে দাঁড়াল এসে॥
ক্ষুধায় কেশরী বসিয়া বনে।
কুপিছে কাঁপিছে কহিছে মনে॥
এখন যেটায় এল না কেহ।
ক্ষুধানলে মম দহিছে দেহ॥

অভয় দিয়েছি গিয়েছে ভয়।
কালি প্রাতে সব করিব ক্ষয়॥
মাছী পিপীলিকা কেহ না রবে।
কোপে যে কি হয় দেখাব সবে॥
এরূপে কেশরী ভাবিছে রাগে।
হেন কালে শশ আইল আগে॥
প্রণমিয়া কর জুড়িয়া ডরে।
দাঁড়াইল মুখে কথা না সরে॥
একে লঘুতর শশক কায়।
দেরি করে পুন এসেছে তায়॥
দেখে পশুপতি অধিক জ্বলে।
কুপিত হইয়া কুকথা বলে॥
ওরে বেটা কেন করিলি বেলা।
ছেলে খেলা ভেবে কর কি হেলা॥
কার জোরে এত বেড়েছে জোর।
বল্ বেটা পাজী হারাম্ খোর॥
যাহাদের জোরে বেড়েছে বুক্।
কালি তারা তার পাইবে সুখ॥
তোর লাগি দুখ পাইনু আজি।
পাজীপনা তোর ভাঙ্গিব পাজী॥

একে দেখি তোর অলস কায়।
বেলা কাটাইয়া আইলি তায়॥
এই দোষে তোরে বধিয়া পরে।
দেখিব কে কত ক্ষমতা ধরে॥
বড় ক্লেশ আজি পাইনু মনে।
নির্ম্মূল করিব শ্বাপদগণে॥

সিংহকে প্রতারণা।

কোপে যত সিংহ কয় শশ তত পায় ভয়
থর থর কাঁপিতে লাগিল।
প্রণমিয়া নতশিরে সবিনয়ে ধীরে ধীরে
মনোগত কথা আরম্ভিল॥
শুন প্রভু দয়াময় যদ্যপি প্রত্যয় হয়
তবে আমি বলি কথা স্থির।
বৃথা মম প্রতি রোষ ইহাতে নাহিক দোষ
মোর কিম্বা অপর প্রাণীর॥
যদ্যপি আদেশ হয় তবে অকিঞ্চন কয়
অপরাহ্ণ কারণ সকল।
শুনিলে সে বিবরণ মোর প্রতি ক্রুষ্টমন
তুষ্ট হয়ে হইবে সরল॥

শুনিয়া কেশরী কহে   আর ক্ষুধা নাহি সহে
বল বেটা শীঘ্র করে বল।
সবংশে শ্বাপদগণে   বিনাশিব এই ক্ষণে
যদি তোর কথা হয় ছল॥
শুনিয়ে সিংহের বাণী   মনে শুভ অনুমানি
শশ কহে বিনয়ে তখন।
ক্ষমা কোরে দয়াময়   যে কথা অধীন কয়
একমনে করহ শ্রবণ॥
আজি দেখে মম বার   মৃগেরা পাঠায় আর
পাঁচটি শশক মোর সনে।
আমি অতিক্ষুদ্রকায়   যদি ক্ষুধা নাহি যায়
এই কথা ভেবে মনে মনে॥
আসিতেছি ছয় জনে   অন্য এক সিংহ বনে
গর্ত্ত হতে বাহির হইয়া।
বলে তোরা কোথা যাবি   না বলে না যেতে পাবি
জোরে গেলে বধিব ধরিয়া॥
তাহারে কহিনু আমি   আছেন বনের স্বামী
ভাসুরক নামে সিংহ বনে।
এক জন করে দান   নিত্য আসি নিজপ্রাণ
নিয়ম করেছে মৃগগণে॥

তাঁহার সমীপে গিয়া নিজ নিজ প্রাণ দিয়া
ক্ষুধা শান্তি করিব স্বামীর।
করে এই আকিঞ্চন যাইতেছি ছয় জন
ক্ষুদ্র বলে আমার শরীর॥
এই কথা শুনে মোর কহিল করিয়া জোর
এই বনে মোর অধিকার।
জীবিত থাকিতে আমি কে হইবে বনস্বামী
হেন সাধ্য জগতে কাহার॥
আজি হতে মৃগগণ নিতি নিতি এক জন
মোর কাছে অবশ্য আসিবে।
যদি এই কথা টলে সকলে বধিব বলে
মৃগকুল নির্ম্মূল হইবে॥
শোন রে বচন মোর সেই ভাস্বরক চোর
মম করগত এই বন।
কেবল সে ফাকী দিয়া বৃথা বল প্রকাশিয়া
করিতেছে উদর পূরণ॥
যদি সেই দুষ্টমতি হয় এই বনপতি
সঙ্গিগণে রেখে তবে যায়।
তাহার সমীপে গিয়া এই সমাচার দিয়া
শীঘ্র তারে আনিয়া দেখাও॥

দেখি সে কেমন চোর সংগ্রাম করিব ঘোর
তাহে জয়ী হইবে যে জন।
সেই সত্য রাজা হবে ভক্ষণ করিবে সবে
তারি হাতে থাকিবে কানন॥
সেই কথা শুনে তার উপায় না দেখে আর
তাহাদিকে রেখে সেই স্থানে।
থাহা নহে বলিবার দিতে সেই সমাচার
একা আমি এসেছি এখানে॥
সেই হেতু গেল বেলা করি নাই অবহেলা
মনে বুঝ করে অনুমান।
অন্য কেহ সঙ্গে নাই কোথা বল সাক্ষী পাই
এ বিষয়ে স্বামীই প্রমাণ॥

সিংহের মৃত্যু।

শশক বচন করিয়া শ্রবণ
রুষিয়া তখন কেশরী কয়।
হয়ে হীন বল দেখায়েছে বল
দিব তার ফল করিয়া ক্ষয়॥
ত্বরিত গমনে এখনি সে জনে
দেখাও সঘনে তোমারে কই।

আর কলেবরে ক্রোধ নাহি ধরে
কেলি তদুপরে স্থগিত হই ॥০
শুনে সে বচন শশক তখন
পুলকিতমন মানসে বলে ;
সর্ব্বশক্তিমান দিলে প্রাণদান
বুঝি এর প্রাণ বধিনু ছলে ॥
প্রকাশিয়া কয় চল মহাশয়
সেই দুরাশয় সিংহের কাছে।
নিজে হয়ে চোর পরে কহে চোর
হেন কিবা জোর তাহার আছে ॥
সিংহে বলে কয়ে বুঝাইয়ে লয়ে
মনে খুশী হয়ে শশক যায়।
পিছে সে কেশরী মারি কিবা মরি
এই পণ করি রুষিয়া ধায় ॥
কূপ দেখে বনে পুলকিত মনে
চাতুরী বচনে শশক বলে।
প্রতাপ তোমার দেখি অনিবার
সহে সাধ্য কার ধরণীতলে ॥
দেখিয়া তোমায় হয়ে নিরুপায়
আপন গুহায় গিয়া সে চোর।

হয়ে ভীতমন ভাবিছে এখন
কেমনে জীবন বাঁচিবে মোর ॥
কহে ভাসুরক শুন রে শশক
কোথা সে বঞ্চক, দেখাও মোরে
নাহি সহে আর মিছা জোর তার
দেখিব এবার হারাম খোরে ॥
শশক শুনিয়া ধীরে ধীরে গিয়া
দিল দেখাইয়া সে কূপ ছলে।
নিজ ছায়া তায় দেখিবারে পায়
অনলের প্রায় কেশরী জ্বলে ॥
দেখে বাড়ে ক্রোধ অন্য হরি বোধ
হইল অবোধ সিংহের মনে।
গর্জ্জে গুরুতর মহাভয়ঙ্কর
গেল সেই স্বর সকল বনে ॥
প্রবেশিল স্বর কূপেরি ভিতর
হলো প্রতিস্বর দ্বিগুণ তায়।
শুনি সেই স্বর ক্ষুধিল বর্ব্বর
করিতে সমর পড়িল তায় ॥
যেমন পড়িল অমনি মরিল
প্রমোদে মাতিল শশকবর

তদবধি বনে হরষিত মনে
ভ্রমে মৃগগণে ঘুচিল ভয় ॥

মনোহর পাঠ।

উপাখ্যান শুনাইয়া গুরু পুন কয়।
কেমন হে মনোহর হয়েছে প্রত্যয় ॥
শুনি তুষ্ট মনোহর কহে মহাশয়।
বুঝিলাম বুদ্ধিবলে বলকার্য্য হয় ॥
ক্ষণ পরে মনোহর গুরুকে কহিয়া।
শয্যায় শয়ন করে অন্তঃপুরে গিয়া ॥
প্রভাতে উঠিয়া মুখ ধুইয়া ত্বরায়।
গুরুর নিকটে আসি প্রণমিল পায় ॥
আসনে বসিল পুথি খুলিল যতনে।
পুরাতন পাঠ সব দেখে একমনে ॥
পূর্ব্ব পাঠ আলোচনা আগে করি শেষ।
নূতন পাঠেতে মন করিল নিবেশ ॥
যখন নূতন পাঠ অভ্যাস হইল।
স্নান করিবারে পরে গমন করিল ॥
স্নান করি মনোহর করিল ভোজন।
আসিয়া বসিল পাঠ লইতে নূতন ॥

যতনে নূতন পাঠ গুরু তারে দিল।
পুস্তকে সে রাখি আঁখি শুনিতে লাগিল॥
একরূপে নূতন পাঠ নিয়া মনোহর।
একবার সেই পাঠ দেখে তার পর॥
যেখানে যেখানে তার সংশয় হইল।
গুরুর নিকটে সব শুধাইয়া নিল॥
যখন হইল সব সন্দেহ ভঞ্জন।
ভ্রমণে গুরুর সনে চলিল তখন॥
যেতে যেতে পথে হরি দেন উপদেশ।
শুনে মনোহর মন করিয়া নিবেশ॥
শুন মনোহর সদা বিনয়ী হইবে।
বিনয়ে সবার কাছে আদর পাইবে॥
অবিনয়ী লোকে কেহ না করে আদর।
বিনয়ের গুণ কিছু শুন মনোহর॥

বিনয়ের গুণ।

বিনয়ের গুণাবলী মন দিয়া শুন বলি
সুশীল হইতে শিক্ষা কর।
যাহাতে নাহিক সার ত্যজ সেই অহঙ্কার
বিনয় বসন সদা পর॥

যে জন বিনয়ী হয় সেই সদা সুখে রয়
ভাল বাসে সকলে তাহারে।
হইয়া বিনয়বশ গুণিগণে কোরে বশ
সদা ভাসে যশ পারাবারে॥
বিনয়বিহীন জনে সবে পশুসম গণে
অনাদর করে অনিবার।
অহঙ্কার আছে যার কেবা গুণ গায় তার
দেশে দেশে অযশ তাহার॥
সব গুণে গুণী হয়ে যদি থাকে অবিনয়ে
তাহার সে গুণে কিবা ফল।
শিমুল ফুলের শোভা হইয়াও মনোলোভা
গন্ধ বিনা সকলি বিফল॥
অন্য গুণ শূন্য হয়ে যদ্যপি বিনয় লয়ে
সদাচারে থাকে নিরন্তর।
সকলের প্রিয় হয় সতত আনন্দে রয়
তবু তারে করে সমাদর॥
অধন কি ধনবান মূর্খ কিবা বিদ্যাবান
সকলেরই ভূষণ বিনয়।
প্রভু কিবা দাসগণ শিশু কিবা যুবা জন
অবিনয়ে কেবা সুখী হয়॥

সরোরুহ সরোবরে যেমন শোভিত করে
লতা শোভে কুসুমে যেমন।
যেমন মধুপদলে শোভা করে শতদলে
বিনয়ীর বিনয় তেমন॥
যেমন তুহিনকরে রজনীর শোভা করে
সৌধবরে নগর যেমন।
যেমন পাদপ গণ ফলে হয় সুশোভন
বিনয়ীর বিনয় তেমন॥
বিনয় তপন ভয়ে তম যায় দূর হয়ে
অবিনয়ে অযশ কেবল।
হইবে বংশের কেতু বান্ধিয়ে বিনয় সেতু
বেঁধে রাখ যশ রূপ জল॥
যদি গুণী পুনঃ পুনঃ ব্যাখ্যা করে নিজ গুণ
আখ্যা তার হয় অহঙ্কারী।
যেখানে যেখানে যায় সেই খানে নিন্দা পায়
গুণ তার কিবা গুণকারী॥
অতএব মনোহর হইয়ে বিনয় পর
সদাচারে সতত রহিবে।
শুন হয়ে একমন গুণিবর বিবরণ
তদোদোষ বুঝিতে পারিবে॥

গুণিবরের অহঙ্কার।

নরপতি নামে এক ছিল নরপতি।
সুপণ্ডিত সদাচার অতি শুদ্ধমতি॥
গুণিবর নামে ছিল তাঁহার তনয়।
সুরূপ সুগুণযুত সদাচারময়॥
যদিও সে গুণিবর গুণিবর ছিল।
তমোগুণে গুণ তার বিগুণ হইল॥
দেখিয়া সে গুণিবরে কেহ সুখী নয়।
থাকিয়া এমন গুণ কিবা ফলোদয়॥
কহিলে তাহার দোষ পাছে ক্রোধ করে।
কষ্ট দেন নৃপসুত কোন সূত্র ধরে॥
এই ভয়ে কেহ দোষ নাহি কহে তার।
ক্রমে তার দোষনদী হইল অপার॥
এক দিন গুণিবর পুস্তক লইয়া।
পড়িতেছে নৃপতির নিকটে বসিয়া॥
জিজ্ঞাসেন নরপতি তনয়ে তখন।
কত দূর পড়া তব হয়েছে এখন॥
সুত বলে এই পুঁথি সকলি পড়েছি।
জিজ্ঞাসা করুন আমি পরীক্ষা দিতেছি॥

রাজা বলে পরীক্ষা কে চাহিল তোমার।
অনুচিত এই কথা না কহিও আর॥
গুণী বলে কিসে কথা অন্যায় হইল।
তখন নৃপতি পুন কহিতে লাগিল॥
যেচে পরীক্ষার কথা বলা ভাল নয়।
ঠেকিবে না পরীক্ষায় করেছ নিশ্চয়॥
গুণী বলে কেবা মোরে ঠেকাইতে পারে
তখন নৃপতি পাঠ জিজ্ঞাসিল তারে॥
গুণিবর ক্রমে ক্রমে সকলি বলিল।
অবশেষে এক প্রশ্নে ঠেকিয়া রহিল॥
তখন নৃপতি বলে কোথা অহঙ্কার।
এখন বদনে বাণী নাহি কেন আর॥
গুণীর বদনে আর নাহি সরে বাক্।
হেটমুখে মাটি খোঁটে হইয়া অবাক্॥
ক্ষণেক ভাবিয়া পরে কহিছে পিতারে।
এ কথার উত্তর কি কেহ দিতে পারে॥
রাজা বলে কেন পুন কর অহঙ্কার।
তা বড় তা বড় কত আছে গুণাধার।
তোমার সমানপাঠী আছে দুই জন।
রমণীমোহন আর জগজ্জীবন॥

প্রভাতে সে দুই জনে ডাকিয়া আনিবে।
অহঙ্কারে কত দোষ দেখিতে পাইবে॥
শুনিয়া পিতার কথা উঠি গুণিবর।
ধীরে ধীরে গেল চলে বাটীর ভিতর॥

প্রভাত বর্ণন।

শুনিয়া পিতার কথা অন্তরে হইল ব্যথা
কাহাকেও কিছু না কহিল।
ক্রমে এল বিভাবরী অন্ন পান পরিহরি
গুণিবর শয়ন করিল॥
বাড়িল বেদনা মনে নিশা গেল জাগরণে
রজনীর হোল অবসান।
জাগিল বিহগ সব করিতে লাগিল রব
আরম্ভিল সুমধুর গান॥
দেখি বিকসিত ফুল আনন্দেতে অলিকুল
মধুলোভে উড়িছে কাননে।
কোকিল কোকিলা যত কুহু রবে অবিরত
ভ্রমণ করিছে উপবনে॥
গোপাল গোপাল লয়ে মাঠে যায় হৃষ্ট হয়ে
কৃষক চলিল নিজ কাজে।

দেখি সবে দিবাকরে বেড়ায় আনন্দভরে
রাজগৃহে নহবত বাজে ॥
উঠিয়া বালকগণ করি মুখ প্রক্ষালন
বসিয়া আপন নিকেতনে।
পাঠের পুস্তক লয়ে হরষিত মন হয়ে
পূর্ব্ব পাঠ পড়ে একমনে ॥
বনজাত পশুগণে ভ্রমিতেছে বনে বনে
বনবায়ু বহে ধীরে ধীরে।
মুনি ঋষি দ্বিজ গণ লয়ে পূজা আয়োজন
স্নানে চলিলেন নদীতীরে ॥
মরালেরা দলে দলে আনন্দে বেড়ায় জলে
কুতূহলে ময়ূর বেড়ায়।
বিস্তারিয়া পুচ্ছ ধরে মন্থর গমন করে
হেরিলে চক্ষুর পাপ যায় ॥
নহবতরব শুনি প্রভাতে উঠিয়া গুণী
ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া।
পিতার নিকটে গিয়া দ্বারপালে ডাকাইয়া
পাঠাইল এই আজ্ঞা দিয়া ॥
ত্বরায় চলিয়া যাও ডাকিয়া আনিয়া দাও
রমণী জগত দুই জনে।

দ্বারী সে নিদেশ নিয়া সমাচার দিল গিয়া
রমণী ও জগতজীবনে ॥

নরপতির বাল্য বিবরণ ।

দ্বারিমুখে দুই জনে পাইয়া সন্দেশ ।
বাহির হইল ধরি নিজ নিজ বেশ ॥
রাজপথ দিয়া পরে চলে দুই জন ।
যাইতে যাইতে কহে জগতজীবন ॥
পিতার নিকটে কালি করেছি শ্রবণ ।
শুনিবর জনকের বাল্য বিবরণ ॥
শুনিয়া কহিছে তারে রমণীমোহন
বল দেখি শুনি ভাই সেই বিবরণ ॥
জগতজীবন কহে শুন সমুদয় ।
ভূপতি ছিলেন আগে দরিদ্রতনয় ॥
শিশুকালে তাঁর পিতা পরলোকে যান ।
অন্নাভাবে এই রাজা বহু কষ্ট পান ॥
পুরুষের ভাগ্য তাই বুঝিতে না পারি ।
কালি নাহি খেতে পায় আজি দণ্ডধারী ॥
শুন তার বিবরণ অদ্ভুত বিষয় ।
সংক্ষেপে কহিতে হলো নাহিক সময় ॥

বিদ্যায় রাজার বড় অনুরাগ ছিল।
কিন্তু সে আশায় বাধা হইতে লাগিল॥
শিক্ষা করিবারে ধন হল প্রয়োজন।
যে জন না খেতে পায় কোথা পায় ধন॥
আকুল হইল রাজা ভাবে অনিবার।
বিদ্যা বিনা এ জীবন নিতান্ত অসার॥
যদি না করিতে পারি বিদ্যা উপার্জ্জন।
কি ফল বিফল বেঁচে ত্যজিব জীবন॥
এই ভেবে অন্য দেশে গমন করিয়া।
কোন নৃপবাসে রন কিঙ্কর হইয়া॥
সেই রাজস্থত সদা হয়ে একমন।
নানা বিদ্যা শিক্ষা করে করিয়া যতন॥
নরপতি তার কাছে পাঠ আরম্ভিল।
নৃপস্থত সযতনে শিখাতে লাগিল॥
এই রূপে নানা বিদ্যা এমনি শিখিল।
তুষ্ট হয়ে সেই রাজা মন্ত্রিপদ দিল॥
নরপতি মন্ত্রী হল এই নরপতি।
বিদ্যাবলে বশীভূত হইল জগতী॥
পরিমিত ব্যয় করে ন্যায় পথে চলে।
শেষে দেশে আসি রাজা হল বিদ্যাবলে॥

দেখ ভাই বিদ্যার কি মহিমা অপার।
সেও রাজা হল সুখে দিন যেত যার॥
এই রূপ আলাপনে পথে দুই জনে।
উপনীত হল গিয়া রাজার ভবনে॥

রমণীমোহন ও জগজ্জীবনের বাদানুবাদ।

রমণীমোহনে জগতজীবনে
দেখি গুণী বলে ভাই।
এস বস কাছে প্রয়োজন আছে
ডাকিয়া এনেছি তাই॥
গুণীর বচন করিয়া শ্রবণ
বসিল উভয় জনে।
কিবা কার্য্য আছে কেন ডাকিয়াছে
এই কথা ভাবে মনে॥
নৃপতি নয়নে হেরিয়া দুজনে
নিকটে আসিতে কন।
নৃপের বচন করিয়া শ্রবণ
আসি বসে দুই জন॥
বসিল দেখিয়া হাসিয়া হাসিয়া
কহিছেন নরপতি।

রমণীমোহন জগতজ্জীবন
তোমরা সুশীল অতি ॥
কিন্তু কি পড়েছ কেমন হয়েছ
বুঝিতে বাসনা মনে।
অতএব শুন এস কালি পুন
দেখে পুথি সযতনে ॥
নৃপতিবচন করিয়া শ্রবণ
রমণী রাজারে কয়।
কোন্ বহি খানি দেখিব কখনি
রাজা বলে বোধোদয় ॥
শুনিয়া রমণী হাসিয়া অমনি
অনাদর করি কয়।
সে কি মহাশয় দেখিতে কি হয়
সোজা পুথি বোধোদয় ॥
দেখ প্রশ্ন করে তুষিব উত্তরে
তব মন মহাশয়।
জগতজ্জীবন কহিছে তখন
এমন কি কভু হয় ॥
তব বোধোদয় কঠিন ত নয়
ভয় নাহি কর তাই।

পরীক্ষা যখন হইবে তখন
বোঝা কি বুঝিবে ভাই ॥
সে কথা শুনিয়া রমণী রুষিয়া
নয়ন ঘুরায়ে কয় ।
শুন দেখি কই পড়েছ যে বই
কেন কর তাহে ভয় ॥
জগতজীবন শুনি সে বচন
ধীরে রমণীরে কয় ।
পড়া একবার না দেখি তোমার
কেমনে সাহস হয় ॥
শুনিয়া অমনি রুষিল রমণী
কহিছে কিসের ভয় ।
তোমার মতন অবোধ যে জন
সেই জন ভীত হয় ॥
কহিছে তখন জগতজীবন
ক্রোধ কর কেন ভাই ।
পরীক্ষা প্রদান করে নহ মান
আজি মোর শক্তি নাই ॥

রাজার পুরস্কার দান।

এই রূপ নরপতি বিবাদ দেখিয়া।
নিবারেন রমণীরে বলিয়া কহিয়া॥
রমণীমোহন এত ব্যস্ত কেন হও।
আজিকার মত তুমি ক্ষান্ত হয়ে রও॥
প্রভাতে উঠিয়া কালি লয়ে বোধোদয়।
আসিবে আমার কাছে অন্যথা না হয়॥
কালিকার পরীক্ষায় যেবা উত্তরিবে।
সেই মম প্রিয়তম অবশ্য হইবে॥
দুই জনে নিকেতনে করিয়া গমন।
দেখ বোধোদয় খানি হয়ে একমন॥
সোজা বলে বোধোদয়ে উপেক্ষা কর না।
পরীক্ষা কেমন বুঝি বিশেষ জান না॥
দু জনে শুনিয়া সেই রাজার বচন।
নিজ নিজ নিকেতনে করিল গমন॥
জগত যাইয়া গৃহে যতন করিয়া।
দেখে বোধোদয় খানি বিজনে বসিয়া॥
কিন্তু অহঙ্কার করি রমণীমোহন।
একবারও বহি নাহি করিল দর্শন॥

প্রভাতে উভয়ে গেল পুস্তক লইয়া ।
বসিল রাজার কাছে ধীরে ধীরে গিয়া ॥
আরম্ভিল ক্ষিতিপতি পরীক্ষা লইতে ।
ইন্দ্রিয় বিষয় দিল আবৃত্তি করিতে ॥
আবৃত্তিতে উভয়েই সমান হইল ।
শেষে নরপতি অর্থ জিজ্ঞাসা করিল ॥
তাহাতেও দুই জনে হইল সমান ;
শেষ প্রশ্নে হ'তে হল রমণীর মান ॥
পুনরায় অন্য কথা জিজ্ঞাসা করিল ।
তাহাতেও অহঙ্কারী ঠেকিয়া রহিল ॥
পরিশেষে নরপতি তাহারে ছাড়িয়া ।
জিজ্ঞাসেন জগতেরে খুজিয়া খুজিয়া ॥
ঠেকে কিনা দেখিবারে বাসনা হইল ।
কঠিন কঠিন প্রশ্ন করিতে লাগিল ॥
কিন্তু তায় না ঠেকিল জগতজীবন ।
সদুত্তরে তুষ্ট করে নৃপতির মন ॥
প্রমোদে ভাসিয়া নৃপ কহেন তখন ।
জগতজীবন তুমি জগতজীবন ॥
পরীক্ষায় প্রীতি বড় হয়েছে আমার ।
বিশেষ বিনয় গুণ দেখিয়ে তোমার ॥

একরূপ কহিয়া পরে করেতে তাহার।
শত মুদ্রা আনাইয়া দেন পুরস্কার॥
পরিশেষে কহিছেন রমণীমোহনে;
তুমি বড় অহঙ্কারী বুঝিলাম মনে॥
যদি তব না থাকিত এত অহঙ্কার।
না ঠেকিতে পরীক্ষায় পেতে পুরস্কার॥
দেখ সাই বোধোদয় তাচ্ছল্য করিয়া।
বুঝিলাম তব এই পরীক্ষা দেখিয়া॥
সেই হেতু আজি তুমি হলে হতমান।
অদ্যাবধি অহঙ্কারে হও সাবধান॥
এই বলে নরপতি দিলেন বিদায়।
নিজ নিজ নিকেতনে দুই জনে যায়॥
একের প্রফুল্লমন অপরের দুখ।
এক যাত্রা ভিন্ন ফল এ বড় কৌতুক॥
সেই খানে সেই কালে ছিল গুণিবর।
অন্তঃপুরে যাইবারে উঠিল সত্বর॥
নিবারিয়া নরপতি বসাইল তারে।
কহিলেন দেখ কত দুখ অহঙ্কারে॥
এখনো ত্যজিয়ে তম হও সাবধান।
জগতে নাহিক রিপু গর্ব্বের সমান॥

শুনি বরমুখে বাক্ না সরে লজ্জায়।
তদবধি নিরবধি বিনয়ে কাটায়॥
শুনিয়া গুরুর মুখে এই বিবরণ।
মনে রাখে মনোহর করিয়া যতন॥
এই উপদেশে হল এই উপকার।
বিন্দুমাত্র কেহ ভ্রম না দেখিল তার॥
গুরু শিষ্যে দুই জনে কথায় কথায়।
উপনীত হল গিয়া চিড়িয়াখানায়॥

চিড়িয়াখানা বর্ণন।

চিড়িয়াখানার শোভা দেখে অতি মনোলোভা
কত আছে পশু পক্ষী তায়।
দর্শনে চক্ষুর পাপ সকল মনের তাপ
একবারে পলাইয়া যায়॥
কোন স্থানে মৃগগণ হয়ে অতিহৃষ্টমন
ইতস্ততঃ দৌড়িয়া বেড়ায়।
কখন বা ধায় রঙ্গে কখন ধরায় পড়ে
চঞ্চল লোচনে কভু চায়॥
কখন হরিণকুল হয়ে সবে অনাকুল
পল্বলের কূলেতে আসিয়া।

কেহ দাঁড়াইয়া চায়　কেহ বসি নিদ্রা যায়
　　অন্য শৃঙ্গে শৃঙ্গ প্রবেশিয়া ॥
কেহ বা বসিয়া সুখে　নিজোদরে রাখি মুখে
　　চর্ব্বিত চর্ব্বণে থাকে রত।
কেহ ফিরাইয়া মুখ　শৃঙ্গে চুলকাইয়া সুখ
　　অনুভব করে কত মত ॥
ভল্লুক বানরদল　প্রকাশিয়া নিজ বল
　　কিচ্‌মিচ্‌ করি শব্দ করে।
কেহ চারি দিকে চায়　কেহ লম্ফ দিয়া যায়
　　কেহ রাগে অন্য জনে ধরে ॥
হনুমান্‌ দলে দলে　রহিয়াছে কুতূহলে
　　পিঞ্জরের মধ্যগত হয়ে।
কখন আনন্দভরে　উপ আপ শব্দ করে
　　নিজ নিজ বন্ধুগণে লয়ে ॥
গণ্ডার মহিষ কুল　করিতেছে হুলুস্থূল
　　নিজ নিজ শব্দ প্রকাশিয়া।
বরাহ শৃগাল গণ　শোভিতেছে অগণন
　　মন খোলে সেই স্থানে গিয়া ॥
তুরঙ্গেরা ভুক্তমনে　করিতেছে ক্ষণে ক্ষণে
　　হ্রেষারবে ঘোর গণ্ডগোল।

মাতঙ্গেরা মনোমত স্থানে থাকি অবিরত
শব্দ করি করে ঘোর রোল ॥
শার্দ্দূল পিঞ্জরগত রহিয়াছে কত শত
ভয়ানক তাহাদের বেগ।
কেঁউদে কুঁদে গলা তাড়ে নেকড়ে নিজ নাদ ছাড়ে
হাঁড়ল হুঙ্কারে যেন মেঘ ॥
নাগেশ্বরী নাম যার ভীষণ আকার তার
বিক্রমেতে কম্পিত অবনী।
পাইলে কাহারও সাড়া ঘন দিয়া লেজ নাড়া
খাড়া উঠে হুঙ্কারে অমনি ॥
হুমুকে হুমুকে আসে কটাক্ষেতে প্রাণ নাশে
কড়মড় দন্ত কড়মড়ী।
অঙ্গ ভঙ্গী করে হেন পিঞ্জর ভাঙ্গিল যেন
দর্শক পলায় ধড়পড়ি ॥
শোভিছে বিহগ সব করিছে মধুর রব
পিঞ্জরেতে দিবস যামিনী।
যতেক টুনটুনী পাখী মনোহর শব্দে ডাকি
চঞ্চল যেমন সৌদামিনী ॥
বুলবুল বুলবুলীগুলি মধুর তাদের বুলি
নাচিয়া বেড়ায় রসভরে।

মুখে মুখে বুকেবুকে ঘুষিতেছে ঝুঁকেঝুঁকে
ঝটী পটী করিছে সময়ে ॥
কাজলা কাকাতুয়া মুরী নৃত্য করে ঘুরি ঘুরি
মনচুরি করিছে ময়না।
শালিক তালিম যত্ত পড়িবাতে অতি দড়
ঘাড় বাঁকি চুল্‌কায় পাখনা ॥
পিঞ্জরস্থ শ্যামা যত শীশ্ দেয় মনোমত
তান লয় রাগিণী সহিত ॥
লয়াল রসাল স্বরে মানবের মন হরে
মুনিমন করিছে মোহিত ॥
পাপিয়া মধুরভাষে মনসুখ পরকাশে
পড়া শুক পড়িতেছে সুখে।
শারিকারা আছে যত তাহাদের অবিরত
অতিমনোহর শব্দ মুখে ॥
চতুর চাতক পাখী ঘনে ঘনঘন ডাকি
কহে যেন দে জল দে জল।
বাবুই চড়ুই টুকী এ তিন বড়ই সুখী
কিছ মিছ করিছে কেবল।
বিবিধ কপোত তায় অনুপম শোভা পায়
চঞ্চল হইয়া অবিরত।

ফুলাইয়া গলদেশ কলরব করে বেশ
বেশ বিনা বেশ ধরে কত ॥
হেলাইয়া কলেবরে মন্থর গমন করে
ঘুরে ফিরে করিছে ভ্রমণ।
ঠিক যেন কালে কালে নাচিতেছে তালে তালে
হেরে হরষিত হয় মন ॥
কোকিলেরা দলেদলে রহিয়াছে কুতূহলে
কুহু কুহু করি শব্দ করে।
পলাইয়া যাইবারে পিঞ্জরের ধারে ধারে
ভ্রমে কভু ব্যাকুল অন্তরে ॥
ময়ূরময়ূরীগণে সতত সানন্দমনে
কেকারবে করিছে কৌতুক।
দেখিলে তাদের ছাঁদ শুনিলে মধুর নাদ
কার মনে নাহি হয় সুখ ॥
যখন গরজে মেঘ বাড়ে শিখিগণবেগ
মাতিয়া বেড়ায় নিজরবে।
চন্দ্রময় পুচ্ছ ধরি চন্দ্রমায় তুচ্ছ করি
নৃত্য করে মত্ত হয়ে সবে ॥
এই রূপ দুই জনে অন্তরঙ্গ দরশনে
হয়ে অতি পুলকিত মন।

রম্য রাজপথ ধরে মদনে সন্ধ্যার পরে
ধীরে ধীরে করে আগমন ॥

মনোহরের প্রতি বিবিধ উপদেশ।

পর দিন দিন শেষে উভয়ে বসিল।
হরিপদ মনোহরে কহিতে লাগিল ॥
মন দিয়া মোর কথা শুন মনোহর।
যদি মনে রাখ তবে হবে হিতকর ॥
ভাল মন্দ বিবেচনা করি মনে মনে।
নিরবধি ন্যায়পথে চলিবে যতনে ॥
সবাকার সন্নিধানে পাইবে আদর।
উথলিবে ক্রমে তব যশের সাগর ॥
সতত কহিবে সত্য পরম যতনে।
সত্যের অশেষ গুণ বিখ্যাত ভুবনে ॥
ভ্রমেও কখন সত্যে ভুল না ভুল না।
প্রাণ যদি যায় তবু বিতথ বলো না ॥
বিতথ বচন সদা বলে যেই নর।
কোথাও সে জন কভু না পায় আদর ॥
মিথ্যাবাদী যদি কভু সত্য কথা কয়।
জগতে কখন কারো না হয় প্রত্যয় ॥

সতত রহিবে তুমি অতিসাবধান।
সময় না বৃথা যায় তিল পরিমাণ॥
চিরসুখী হয় শ্রম করে যেই জন।
অলস না হয় সুখী তাহার মতন॥
ভেবে দেখ শ্রম সব সুখের জননী।
শ্রমেতে ক্রমেতে সুখধারিণী ধরণী॥
শ্রমের সকল কায ত্যজিলে সকলে।
অন্নাভাবে জীবলোক যায় রসা তলে॥
পর্ব্বতে বসতি করে অসভ্য সকল।
আলস্যে কাটায় কাল কষ্টেতে কেবল॥
করো না পরের দ্বেষ কহিনু বিশেষ।
পরহিতে সদা মন করহ নিবেশ॥
যে কথায় অপরের মনে হয় ব্যথা।
কোন কালে মুখে তুমি এনো না সে কথা॥
বিনয়ী হইয়া সদা প্রিয় কথা কবে।
প্রিয় বাক্যে সকলের প্রিয়পাত্র হবে॥
অবোধ গণের মত হইয়া অবোধ।
কদাচ কাহারো প্রতি না করিবে ক্রোধ॥
যে করমে অণুমাত্র পরমন্দ হয়।
সেই কর্ম্ম কারো কভু করণীয় নয়॥

সাধ্যমত কর তুমি পর উপকার।
যশপারাবার তব হইবে অপার॥
পরহিতকারী জন মরিয়া না মরে।
চিরকাল গুণ গান করে সব নরে॥
যে কর্ম্মে যখন তুমি প্রবৃত্ত হইবে।
পরিণামফল তার আগেই ভাবিবে॥
সহসা ত্যজ না তায় যে কর্ম্ম ধরিবে।
ফললাভে পুন পুন যতন করিবে॥
পতঙ্গ অথবা কীট পশু পক্ষি গণে।
কভু কষ্ট দিওনাক দুষ্ট আচরণে॥
সাধুগণ সর্ব্বভূতে সমদয়াবান।
পরের পরাণে ভাবে আপন পরাণ॥
এই নিজ এই পর ভাবে যেই নর।
ভেবে দেখ তার মন বড় লঘুতর॥
উদারচরিত হয় জগতে যে জন।
সর্ব্ব ভূতে স্বজন সে গণে অনুক্ষণ॥
খাইতে পরের মাংস বাসনা যাকার।
অধম তাহার সম কেবা আছে আর॥
একের ক্ষণিক সুখ হয় দেখ তার।
অপরটি একবারে প্রাণে মারি যায়॥